ইসলাম ও জাহেলিয়াতের দ্বন্দ্ব

আল-হামদুলিলাহ, ওয়াসসলাতু ওয়াসসালামু 'আলা মান লাা নিবিয়্যা বা'দাহ্, ওয়া 'আলা আালিহী ওয়াস্বহবিহী ওয়া মান তাবি'আহুম বিইহসাানিন ইলাা ইয়াওমিদ দ্বীন।

পৃথিবীতে যখন হাতে গণা কিছু আহলে কিতাব ছাড়া আরব-অনারব সমস্ত জমিনবাসী বিবেকের উপর তালা বদ্ধ করে, চক্ষু থাকতে অন্ধ হয়ে সেরাতে মুস্তাকীম ছেড়ে শয়তানের পথ ধরেছিল। আর দ্বীন-দুনিয়ার সকল ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকারের অশান্তি-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে জাহেলিয়াতের ঘন অন্ধকারে ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

এমন সময় আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন পথহারা,দিশাহারা বরবর মানুষদেরকে হেদায়েতের জন্য শেষ নবী রাহমাতুললিল 'আালামীন মুহাম্মাদ [ﷺ]কে এ ধরাধামে জাহেলিয়াতের সকল রসম ও রেওয়াজ উৎখাত করে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রেরণ করেন।

তিনি দীর্ঘ ২৩ বছর অবিরাম আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত ও কুরআন-সুন্নাহর তাবলীগ করে জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে মানুষকে মুক্ত করেন এবং সর্বপ্রকার জাহেলিয়াতের রসম ও রেওয়াজ থেকে সাবধান এবং সেগুলোর সাথে সদৃশ্যতা ও ঐক্যমত পোষণ করতে বারণ করেন। আর উম্মতকে আল্লাহর মনোনীত পরিপূর্ণ দ্বীন ইসলামের সত্যের উপর রেখে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন।

আবারও মুসলিম জাতি যুগ-যুগান্ত রের ঘূর্ণিপাকে মানব-দানব শয়তানের ফাঁদে পড়ে ও ধর্ম ব্যবসায়ীদের অদ্ভুত, অলৌকিক, অস্বাভাবিক ও চমকপ্রদ কার্যকলাপের গোলক ধাঁধায় আটকা পড়ে এবং হেরা গুহা থেকে বিকশিত অহির জ্ঞান থেকে দূরে সরে প্রাচীন জাহেলিয়াতের সাথে এমনভাবে মিশে গেছে যে, দেখে মনে হয় সে যুগের জাহেলিয়াতকে এ যুগের জাহেলিয়াত হার মানিয়েছে।

বর্তমানে ইসলাম ও কিছু নব জাহেলিয়াতের দ্বন্দ্ব আরো প্রকট আকার ধারণ করেছে। জাহেলী যুগের যে সকল বিষয়ে রসূলুলাহ [ﷺ]-এর সাথে দ্বন্দ্ব হয়েছিল এবং তিনি তার সাথে বিরোধিতা করেছিলেন, আজ আবার সেগুলো আমাদের মুসলিম সমাজকে মহামারীর মত গ্রাস করে ফেলেছে। ফলে কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে সঠিক ইসলাম এবং বিভিন্ন ধর্ম ব্যবসায়ী ও ইসলাম বিদ্বেষীদের বানানো ইসলামের মধ্যে বড় ধরণের এক দ্বন্দ্ব দিবালোকের মত সুস্পষ্ট। এসব প্রত্যেকটি মুসলিমের জন্য জানা অবশ্য প্রয়োজন; কেননা নকল বস্তু সম্পর্কে জানা থাকলেই কেবল আসল বস্তু চেনা সম্ভব হয়। আপনাদের সমীপে ইসলাম ও জাহেলিয়াতের দ্বন্দ্বের **১০৫**টি বিষয় উল্লেখ করা হলো। আশা করি ইহা সঠিকভাবে জেনে নিজেকে, পরিবারকে, সমাজ ও মুসলিম মিল্লাতকে জাহেলিয়াতের অক্টোপাস্ থেকে নিস্কৃতি দান করবেন।

ইসলাম ও জাহেলিয়াতের বিষয়সমূহ:

১. আলাহর নৈকট্য ও তাঁর নিকট সুপারিশের উদ্দেশ্যে নেককার-বুজুর্গদের ইবাদত করা।
২. দলাদলি ও অনৈক্যতা।
৩. শাসকগোষ্ঠীর বিরোধিতা করা।
৪. তাকলীদ তথা ব্যক্তির অন্ধ পূজা।
৫. ফাসেক আলেম ও মূর্খ দরবেশদের অনুসরণ করা।
৬. বাপ-দাদাদের দোহাই দেয়া।
৭. গণতন্ত্র তথা সংখ্যা গরিষ্ঠতার দোহাই দেয়া।
৮. সংখ্যা লঘিষ্ঠতার দোহাই দিয়ে সত্যকে না মানা।
৯. শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার ধোঁকা।
১০. অফুরন্ত ধন-সম্পদের মালিক হওয়া আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়ার লক্ষণ মনে করা।
১১. সত্যপন্থীগণ দুর্বল হওয়ার কারণে মূল সত্যকেই অবজ্ঞা করা।
১২. সত্যপন্থীদের উপর মিথ্যা দোষারোপ করা।
১৩. হকপন্থীগণ দুর্বল বলে হকের সাহায্য না করা।
১৪. নিজেদেরকে বেশি যোগ্য ভেবে অন্যদের সত্যকে বাতিল মনে করা।
১৫. সত্য থেকে বিমুখ হওয়া ও ধারণা-প্রবৃত্তির অনুসরণ করা।
১৬. সঠিক কিয়াসকে অস্বীকার ও ত্রু টিপূর্ণ কিয়াসকে গ্রহণ করা।
১৭. আলেম ও সৎ লোকদের ব্যাপারে অতিরঞ্জন-বাড়াবাড়ি করা।
১৮. না বুঝার অজুহাত দেখানো।
১৯. দলীয় নীতির বিরোধী হওয়ায় সত্যকে অস্বীকার করা।
২০. জাদুর অলৌকিক ক্রিয়া-কাণ্ডকে অভ্রান্ত দলীল হিসাবে গ্রহণ করা।
২১. বংশ সম্বন্ধ পরিবর্তন করা।
২২. আল্লাহর কালামের মূল বক্তব্যে হেরফের করা।
২৩. দ্বীনী কিতাবসমূহে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা।
২৪. আল্লাহর অলি ও শয়তানের অলির মধ্যে পার্থক্য না করা।
২৫. দুনিয়ার সার্থে সম্পর্ক গড়া ও বিচ্ছিন্ন করা।
২৬. দ্বীনের হেদায়েত ছেড়ে দ্বীন বিরোধী পথে অনুগমন করা।
২৭. অন্যের অনুসৃত সত্যকে অস্বীকার করা।
২৮. প্রত্যেক দলের এই দাবী করা যে, সত্য কেবল তারই মাঝেই নিহিত।
২৯. দ্বীনের অন্ত র্ভুক্ত জেনেও তা অস্বীকার করা।
৩০. নগ্নতার প্রদর্শনী।
৩১. হালাল বস্তুকে হারাম করে নিয়ে ইবাদতে লিপ্ত হওয়া।
৩২. আল্লাহর নাম ও গুণাবলী বিকৃত করা।
৩৩. স্রষ্টা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ হতে সৃষ্টজীবের বিরত থাকা।
৩৪. আল্লাহর প্রতি বিভিন্ন ধরণের ত্রু টি আরোপ।
৩৫. নাস্তি ক্যবাদ।
৩৬. আলাহর মালিকানায় শরীক করা।
৩৭. সমস্ত নবুওয়াতকে অস্বীকার করা।
৩৮. তাকদীরকে অস্বীকার করা।
৩৯. যুগ-জামানাকে গালি দেওয়া।
৪০. আল্লাহর নেয়ামতসমূহকে অন্যের দিকে সম্পর্কিত করা।
৪১. আলাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করা।
৪২. বাতিল বইপত্র পড়াশুনা করা এবং আলাহর আয়াতসমূহকে দূরে নিক্ষেপ করা।
৪৩. আল্লাহর পরিকল্পনাকে ত্রু টিপূর্ণ মনে করা।
৪৪. ফেরেশ্তা ও রসূলগণকে অস্বীকার করা এবং তাঁদের মধ্যে পার্থক্য করা।
৪৫. নবী ও রসূলগণের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা।
৪৬. না জেনে ঝগড়া করা।
৪৭. দ্বীনের ব্যাপারে না জেনে-বুঝে কথা বলা।
৪৮. না জেনে-বুঝে আল্লাহ সম্পর্কে কথা বলা।

৪৯. কিয়ামতকে অস্বীকার করা।

৫০. "আল্লাহ বিচার দিনের মালিক" এই আয়াতকে মিথ্যা মনে করা।

৫১. "কিয়ামতের দিন কোনরূপ বন্ধুত্ব ও সংখ্যাগরিষ্ঠতা কাজে লাগবে না" এ আয়াতকে মিথ্যা মনে করা।

৫২. শাফাআতের ভুল অর্থ গ্রহণ করা।

৫৩. আলাহর অলিদেরকে হত্যা করা।

৫৪. জিবত্‌ (প্রতিমা) ও তাগুত (শয়তান)-এর উপর ঈমান আনা।

৫৫. সত্যের উপরে মিথ্যার আবরণ দেওয়া।

৫৬. পীর-বুজুর্গদের শরীয়ত বিরোধী আনুগত্য করে তাদেরকে রব বানিয়ে নেয়া।

৫৭. সত্যকে প্রতিরোধ করার জন্য সাময়িকভাবে তাকে স্বীকার করে নেওয়া।

৫৮. নবী-রসূলগণকে আল্লাহর আসন দান করা।

৫৯. আল্লাহর কিতাবের শব্দসমূহকে বিকৃত করা।

৬০. হেদায়াতপ্রাপ্ত লোকদেরকে অভিনব উপাধিসমূহ দ্বারা অভিহিত করা।

৬১. সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।

৬২. মুমিনদের উপর মিথ্যারোপ করা।

৬৩. মুমিনদের বিরু দ্ধে ধর্ম পরিবর্তনের অভিযোগ দেয়া।

৬৪. হকপন্থীদের বির দ্ধে সরকারের নিকট কু-পরামর্শ দেওয়া।

৬৫. সত্য বিচ্যুতির ফলে দলে দলে বিভক্তি হওয়া।

৬৬. নিজেদের লালিত মতবাদকে হক মনে করে তার উপর আমল বজায় রাখার দাবী।

৬৭. ইবাদতের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা।

৬৮. ইবাদতে কমতি করা।

৬৯. ইবাদতের উদ্দেশ্যে রু চিকর খাদ্য ও সৌন্দর্য ত্যাগ করা।

৭০. মুখে শিস ও হাতে তালি দিয়ে ইবাদত করা।

৭১. আক্বীদা বিশ্বাসে মুনাফেকী-কপটতা।

৭২. ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করা।

৭৩. জেনে-শুনে কুফরীর দিকে আহ্বান করা।

৭৪. সত্যকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য বড় ধরণের মক্করবাজি করা।

৭৫. হককে গ্রহণ না করার উদ্দেশ্যে ছল-চাতুরি করা।

৭৬. বদকার আলেম ও মূর্খ দরবেশদের জঘন্য অবস্থা।

৭৭. নিজেদেরকে কেবল আলাহর অলি ধারণা করা।

৭৮. শরীয়ত ত্যাগ করে আল্লাহর মহব্বতের দাবী করা।

৭৯. আলাহর উপর কাল্পনিক মিথ্যা আশা করা।

৮০. নেককার ও অলিদের কবরকে মসজিদে পরিণত করা।

৮১. নবী-রসূলদের স্মৃতিচিহ্নসমূহে মসজিদ তৈরী করা।

৮২. কবরে মমবাতি-আগরবাতি দেওয়া ও জ্বালানো।

৮৩. কবরকে মেলা-উৎসবের স্থানে পরিণত করা।

৮৪. কবরের পার্শ্বে পশু জবাই করা।

৮৫. বড় বড় নিদর্শনসমূহ দ্বারা বরকত কামনা করা।

৮৬. প্রতিপত্তির অহঙ্কার করা।

৮৭. বিভিন্ন তারা গণনার মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করা।

৮৮. বংশ উল্লেখ করে তিরস্কার করা।

৮৯. কারো মৃত্যুর পর বিলাপ করে কান্না-কাটি করা।

৯০. বাপ-মায়ের কর্ম দ্বারা কাউকে তিরস্কার করা।

৯১. কোন বিশেষ ঘরের তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার গর্ব করা।

৯২. নবী বংশ থেকে হওয়ার গর্ব করা।

৯৩. পেশার অহংকার করা।

৯৪. ধন-সম্পদের অহঙ্কার করা।

৯৫. দরিদ্রদের ঘৃণা করা।

৯৬. অহি ও রেসালতকে অস্বীকার করা।

৯৭. জানা সত্বেও সত্য গোপন করা।

৯৮. স্ববিরোধীতা করা।

৯৯. মাজহাবী গোঁড়ামী ও স্বদলীয় প্রীতি প্রদর্শন।

১০০. পাখী উড়িয়ে ভালমন্দ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

১০১. ফাঁদ পাতা-তাবিজ দ্বারা ঘর-বাড়ি বন্ধ করা ইত্যাদি।

১০২. কোন কিছুকে অশুভ ধারণা করা।

১০৩. ভবিষ্যদ্বাণী ও গায়েবী ইলমের দাবী করা।

১০৪. তাগুত তথা গাইরু ল্লাহর নিকট বিচার পেশ করা।

১০৫. বিশেষ সময়ে বিবাহ-শাদিকে অশুভ মনে করা।

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

باللغة البنغالية

الإسلام والجاهلية

ইসলাম ও জাহেলিয়াতের দ্বন্দ্ব

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল

সম্পাদনা

উমার ফারূক আব্দুল্লাহ

قسم البحوث والترجمة

مكتب توعية الجاليات بالأحساء

AL-AHSA ISLAMIC CENTER.

P.O.BOX NO.2022. HOFUF-31982.TEL- 5866672 FAX- 5874664.